Registered No. 15.

অমৃত বাজার পত্রিকা

৫ম ভাগ } কলিকাতাঃ— ১১ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার সন১২৭৯ সাল। ইং ২৭ সেপ্টম্বর ১৮৭২খৃঃ অব্দ } ৩৩ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

"আশা মরীচিকা,,

অভিনব গদ্য কাব্য

কলিকাতার আমহাষ্ট ষ্ট্রীট ১১৫নং ভবনে শ্রীযুক্ত যদু গোপাল চট্টোপাধ্যায় এবং কোম্পানির ছাপা খানায় বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে॥ মুল্য ডাক মাশুল সমেত ১৵

উজীর পুত্র

প্রথম পর্ব্বের মুল্য ৸৵ আনা ডাক মাশুল ৵ আনা, দ্বিতীয় পর্ব্ব ফি ফর্ম্মার মূল্য অৰ্দ্ধ আনা।

কলিকাতা সভাবাজার
শ্রীযুত কুমার উপেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুরের বাটিতে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীঅমৃত কৃষ্ণ ঘোষ

সচিত্র রহস্য সন্দর্ভ।
বাৎসরিক মুল্য ২।৵।
সম্পাদক শ্রী প্রাণনাথ দত্ত।
নিমতলা ৭৮ নং কলিকাতা।

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের নিম্নলিখিত পুস্তক গুলি কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয় হইয়া থাকে।

সুরধুনী কাব্য ১ম ভাগ	১
লীলাবতী নাটক	১।০
নবীন তপস্বিনী নাটক	১
সধবার একাদশী প্রহসন	১
বিয়ে পাগলা বুড়ো প্রহসন	৸০
জামাই বারিক প্রহসন	১
দ্বাদশ কবিতা	॥০

সচিত্র গুলজার নগর।

রহস্যজনক কাব্য (novel) ইহাতে কলিকাতর সামাজিক নিয়ম ও শাসন প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে॥ রোজারিও কোং, কলেজ ষ্ট্রিট, বরদা মজুমদারের, গরাণহাটা বৃন্দাবন বসাকের গলির মোড়ের দোকানে ও সংস্কৃত ডিপজিটরিতে পাওয়াযায়। মুল্য ৸০ ডাক মাসুল ৵।

সর্পাঘাত।

অর্থাৎ মাল বৈদ্যদের মতে সর্পাঘাত চিকিৎসা। দ্বিতীয় সংস্করণ। ডাক্তার ফেরার সাহেব এ সম্বন্ধে যে গবেষণা করেন ও মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার সার ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। মাল বৈদ্যদের হাতে রোগী মরেনা ও তাহাদের চিকিৎসা প্রণালী যে অতি উৎকৃষ্ট সর্পাঘাত পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। মুল্য সমেত ডাক মাশুল ।৵০ ছয় আনা।

শ্রীচন্দ্র নাথ রায়
কলিকাতা বহুবাজার।

সংগীতসমালোচনী।

কতিপয় সঙ্গীত বেত্তার সাহায্যে শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা ডাকমাশুল ।৵০ আনা প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৵০ আনা॥ গ্রাহক গণ অমৃত বাজার পত্রিকা আফিসে শ্রীযুক্ত হরমোহন ভট্ট্যাচার্য্যের নামে পত্র ও মূল্যাদি পাঠাইবেন।

বিজ্ঞান সার উপক্রমণিকা অর্থাৎ জ্যোতিষ পদার্থ বিদ্যা, ভূমিতত্ত্ব, রসায়ণ, প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত, শারীর ও মনোবিদ্যা প্রভৃতি ৬৩খান চিত্র সহ সরল ভাষায় লিখিত। ২২২ পৃষ্ঠা মুল্য ১টাকা। লীলাবতী (সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত) ১ম ভাগ মূল্য ।৷০ আনা। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, ক্যানিং লাইব্রেরি ও নর্ম্মালস্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু কালী প্রসন্ন সেন গুপ্ত মহাশয়ের নিকট পাওয়া যায়। শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে।

অবলাদ ়, স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক পুস্তক ১৯২ পৃষ্ঠা, মুল্য ডাকমাশুল সমেত——১ টাকা

অনুবাদক শ্রীদীননাথ সেন বি, এ
গৌহাটি হাই স্কুল॥

কলিকাতা বুক এজেন্সী আফিস

বিজ্ঞাপন

আমরা সাধারণের উপকারার্থে উপরোক্ত কার্য্যালয় সংস্থাপিত করিয়াছি। যাহাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র ও কর্ত্তৃ পক্ষীয় ব্যক্তিরা কলিকাতার নিয়মে পুস্তকাদি প্রাপ্ত হইতে পারেন তাহাই আমাদিগের অভিলাষ।

যাঁহাদিগের পুস্তকাদির প্রয়োজন হইবে তাঁহারা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট পত্র লিখিলেই পাইবেন। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত বিদেশে পুস্তকাদি প্রেরণ করা যায় না ও কমিশন দেওয়া হয় না।

কলিকাতা) শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত।
নর্ম্ম্যালস্কুল) কলিকাতা বুক এজেন্সী আফিসের ম্যানেজার

কুসুম কুমারী নাটক।

দ্বিতীয় সংস্করণ অল্প মূল্যে [৸৵০] বিক্রীত হইতেছে। মফস্বলের ডাক মাশুল এক আনা। কলিকাতা শোভাবাজার রাজবাটিতে আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীঅমৃত কৃষ্ণ ঘোষ।

পাবনা মেডিক্যালহল।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার
ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধি।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশ্বাস হয়েন।

গর্ম্মীর পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র ব্যয়ও অন্যান্য প্রকার অহিতাচরণে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা প্রযুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে ইহা সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। স্ফূর্ত্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফূর্ত্তি যুক্ত হইবে, ধারণা-শক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৰ্দ্ধি হইবে।

যাঁহারা এই মহৌষধি গ্রহণে ইচ্ছা করেন তাঁহারা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিত রূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ ৫ পাঁচ টাকা পাঠাইবেন। রোগীর নাম, ধাম আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা নাই।

যাঁহারা নাম অপ্রকাশ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধি পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধি পাঠাইতে পারিব।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হেয়ার
প্রিজারভার।
অর্থাৎ

[যুবা ও মধ্য বয়স্ক ব্যক্তিদিগের শুক্লবর্ণ কেশ যদ্দারা পুনর্ব্বার কৃষ্ণবর্ণ হয়।]

হেয়ার প্রিজারভার কিছু দিন প্রণালী পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে, শুক্লবর্ণ কেশ কৃষ্ণবর্ণ হইবে, কেশ ঘন ও পুষ্ট হইবে এবং মস্তকের চর্ম্মের প্রকৃত সুব্যবস্থা হইবে।

ইহার মুল্য প্রতি সিসি ,, ,, ,, ,, ১ টাকা
ঐ ডাক মাস্থল সহিত ,, ,, ,, ,, ১।৵

শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার
হিম সাগর তৈল।

যাঁহারা সর্ব্বদা অতিশয় পীড়া ও মানসিক চিন্তার জন্য মাথার বেদনা ও অবসন্নতায় কাতর থাকেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকারী। প্রতি দিন কিছু কিছু মাথায় মাখিলে বেদনা ও অবসন্নতা ক্রমে ক্রমে একেবারে যাইবে। বায়ু প্রধান ধাতুর পক্ষে ও শিরঃ শূল গ্রস্ত রোগীর পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকারী।

ইহার প্রতিসিসির মূল্য ,, ,, ,, ১ টাকা
ঐ ডাক মাস্থল সহিত ,, ,, ,, ১।৵ টাকা

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার
কলেরা ক্যাম্ফার।

অর্থাৎ ওলাউঠা রোগের কর্পূরের আরক। মাত্রা এক বিন্দু হইতে বিশ বিন্দু পর্য্যন্ত, মূল্য আদ ঔন্স সিসি বার আনা, এক ঔন্স সিসি একটাকা ও দুই ঔন্স সিসি ১৷৷০ টাকা। ডাক মাস্থল প্রত্যেকের চারি আনা।

বিলাতি যতপ্রকার ওলাউঠা রোগের ক্যাম্ফার আছে, তাহা অপেক্ষা ইহা মৃদু, উপকারী, ও সহজ ব্যবহার্য্য। প্রত্যেক ব্যক্তির এক এক সিসি রাখা উচিত।

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড, মধুমেহ, অর্শ, বহু মুত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধি বিক্রয়ার্থ "পাবনা মেডিক্যাল হলে" প্রস্তুতআছে

ঔষধের মূল্যের জন্য যাহারা পোষ্টেজ ষ্টাম্প পাঠান তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া আদ আনা মূল্যের ষ্টাম্প পাঠান।

বিজ্ঞাপন।

নিম্ন লিখিত তিন খানি প্রহসন দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইয়া আমাদিগের নিকট বিক্রয়ার্থ রহিয়াছে।

যেমনকর্ম্ম তেমনি ফল—মূল্য	।৵০	ডাকমাসুল/০
উভয় সঙ্কট ,,	।০	ঐ
চক্ষুদান ,,	।০	ঐ

আই, সি, বসু, এণ্ডকোং কলিকাতা ষ্ট্যানহোপ প্রেস।

হুগলির সক্রামক জ্বর॥

বিধাতা উচ্ছিন্ন দিলে কে রক্ষা করে! বর্দ্ধমান ও হুগলীর কি পাপের নিঃশেষ হয় নাই? বর্দ্ধমানের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট একলক্ষ টাকা দিয়াছেন, মহারাজও সময় সময় প্রচুর দান করিতেছেন, কিন্তু হুগলীর জ্বর ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে এবং উহা কেহ চক্ষু দিয়া দেখেনা। রমা প্রসাদ বাবুর পুত্র হরি মোহন ও প্যারি মোহন বাবু বটে অকাতরে ঔষধ বিতরণ ও চিকিৎসার অন্যান্য সাহায্য করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা কি করিবেন। হুগলি জেলার প্রায় এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত বিশেষতঃ গুটিকয়েক পরগণা উচ্ছিন্ন গেল। আমরা সেখানকার অনেক গুলি হৃদ্‌বিদারক ঘটনা শুনিয়াছি। জ্বরের এমনি কোপ যে, ডাক্তার কবিরাজ ডাকিবার সময় পাওয়া যাইতেছে না। একটি স্ত্রী জ্বরে প্রপীড়িত হন। ঘরে সকলে পীড়িত, ও তাহার সন্তান পীড়িত মাতার বুকে শয়ন করিয়া স্তন পান করিতেছে। পিতা ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছেন। ডাক্তার আসিয়া হাত ধরিয়া দেখেন, জননীর মৃত্যু হইয়াছে এবং শিশুটী মার বুকের উপর শুইয়া স্তন পান করিতেছে। তিনি ইহা দেখিয়া আর কিছু না বলিয়া চলিয়া যান। পিতা জানেন না যে তাহার স্ত্রীর পরোলোক হইয়াছে। ডাক্তার কি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ডাক্তারের মুখে তাহার স্ত্রীর মৃত্যুর সংবাদ শুনিয়া শোকে স্পন্দহীন হইলেন। এক জন দাসী এক জন সম্ভ্রান্ত লোকের গৃহের প্রহরী স্বরূপ ছিল। সম্ভ্রান্ত লোকটি কলিকাতায় বাস করেন। দাসীর জ্বর হইল। চিকিৎসা দ্বারা কিছু হয় না। সে একাকী বাস করিত। ক্রমে জ্বরের জ্বালা সহ্য করা অসাধ্য হইয়া উঠিল, কোথায় যায়। সকলের অবস্থা সমান। মৃত্যু শ্রেয় করিয়া সে এক দিন শ্মশানে গিয়া উপস্থিত এবং সেই খানে একটী বৃক্ষ তলে পড়িয়া থাকিল। একটু পরে তাহাকে শব বিবেচনা করিয়া শৃগালে আসিয়া আক্রমণ করিল। সে অচৈতন্য ছিল, শৃগালের কামড়ে তাহার চৈতন্য হইল এবং শৃগালকে হাত দিয়া ঠেলিয়া ফেলিবার যত্ন করিল। শৃগাল আবার আক্রমণ করিল এবং ক্রমে তাহাকে মারিয়া ফেলিল। গ্রামের লোকে শেষে সম্বাদ পাইলেন, কিন্তু কে কাহার খোঁজ লয়। এক বার উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হয়। তখন আমরা বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করি। বিখ্যাত বাবু কালিপ্রসন্ন সিংহ এই সম্বন্ধে এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখেন॥ তাহাতে তিনি অন্ন ও জলাভাবে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে লোক কত কষ্ট সহ্য করিতেছে তাহা উত্তম রূপে চিত্রিত করেন॥ আমরা তাহা পড়িয়া ক্রন্দন করি॥ কুল বধূরাও তাহা শুনিয়া শরীর হইতে অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া তাহাদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন, কিন্তু হুগলী উচ্ছিন্ন যায়। এদেশে কি এমন লোক নাই যে, এদিকে একবার দৃষ্টি করেন? গবর্ণমেণ্টের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, প্রজা মরিয়া গেলে তাহাদের এ সমুদয় আবদার কে সহ্য করিবে। রোড সেস কে দিবে, ক্যাম্বেল সাহেব কাহাদিগকে লইয়া তাহার সাধের মিউনিসিপালিটী করিবেন। বাঙ্গলায় ৫৫টি জেলা আছে, এবং তাহার মধ্যে হুগলী একটি সর্ব্ব প্রধান। ইহার রাজস্বও কম নয়। কৃষির এত উন্নতি আর কোন জেলায় হয় নাই, এত ভদ্র লোকের বাস কোন জেলায় নাই, জমিদারের সংখ্যাও এত কোথাও নাই, আবার উচ্চ রাজকর্ম্মচারির সংখ্যাও অন্য কোন জেলায় এত নাই। সেই জেলা উচ্ছিন্ন যায়, অথচ ইহার কিছু মাত্র প্রতি বিধান হইতেছে না। হুগলী কি পাপ করিয়াছে যে তাহার প্রতি এই দণ্ড! ফল আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করি, তাঁহারা হুগলীর প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করুন। পারশ্য দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত সদাশয় ইংরাজেরা এত কষ্ট অনুভব করেন, নিজ রাজ্যে, গৃহের দ্বারে, লোকে অচিকিৎসায়, অযত্নে মরিতেছে ইহার নিমিত্ত কি তাহাদের দয়ার সঞ্চার হইবে না?

কারাগার।

প্রেসিডেন্‌সি জেলের ওয়ার্ডার স্মিথ সাহেবের নামে আবার অত্যাচারের নিমিত্ত অভিযোগ হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বে ইহাকে লইয়া আর একটি মকর্দ্দমা হয়। যদিও আসামী তাহাতে দণ্ডনীয় হয়, তথাচ স্মিথের অনেক অত্যাচারের কথা মকর্দ্দমায় প্রকাশ পায়। মকর্দ্দমা হইয়া গেলে এ সম্বন্ধে খান দুই পত্র হিন্দু পেট্রিয়টে কে লিখেন, তাহাতে তিনি বলেন যে, এই মকর্দ্দমাটির সুবিচার হয় নাই। আবার বিলাতের টাইমস সম্বাদপত্রে একজন লিখিয়াছেন যে, প্রেসিডেন্‌সি জেলে যাহারা পুরাতন দুষ্কর্ম্মি, তাহাদের পাথর ভাঙ্গিতে হয়, অথবা নির্জ্জন কূপে আবদ্ধ থাকিয়া কাজ করিতে হয়। কাহারও ঘাইন অথবা অন্য কোন কল ঘুরাইতে হয় এবং কাহার বা মাদুর বুনা কল চালাইতে হয়। এই কলটী এরূপ বৃহৎ যে, একজনে প্রাণপণ কষ্টেও চালাইতে পারে না। ইহাতে কাজ করা এক রূপ প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ, কয়েদীরা ইহাতে ইচ্ছা পূর্ব্বক কোন মতে নিযুক্ত হয় না। তাহাদিগকে প্রথম ধরিয়া কলের নিকট লইয়া কাজ করিতে বলা হয়, কিন্তু কষ্টের ভয়ে তাহারা কাজ করিতে সম্মত হয় না। তাহার পরে এই নিমিত্ত টিকটিকিতে বান্ধিয়া তাহাদিগকে বেত মারা হয়, ইহাতেও যদি সম্মত না হয়, তবে নির্জ্জন কূপে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া এক রূপ অনশনে রাখা হয়। অবশেষে যন্ত্রণা সহ্য করিতে নাপারিয়া তাহারা কল চালাইতে স্বীকার করে। প্রতিদিন কাহার ৪০টি থলিয়া সেলাই করিতে, কাহার ৫ হাত দীর্ঘ ৩ হাত প্রস্থ এবং এক হাত ঊর্দ্ধ পরিমাণ ভূমিতে যত ধরে ততটী পাথর ভাঙ্গিতে ও কাহার কাহার ১৬ গজ কম্বল ও চারি বর্গ ফিট মাদুর বুনিতে হয় ইত্যাদি। টাইমস পত্রিকায় যিনি ইহা লিখিয়াছেন তিনি সম্ভবতঃ প্রেসিডেন্‌সি জেলের আত্মীয় হইবেন এবং তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি প্রকৃত বিষয় সমুদয় গোপন না করুন, অত্যুক্তি যে করেন নাই তাহার কোন সন্দেহ নাই। সুদ্ধ ইহা নয়, প্রেসিডেন্‌সি জেলে প্রায় কয়েদীরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়া থাকে। এ সমুদয় ঘটনা দেখিয়াও কি গবর্ণমেণ্টের জেলের প্রতি দৃষ্টি পড়ে না? কিছুদিন হইল আমাদের মফঃসলস্থ একজন বন্ধু আমাদিগকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

'যশোরজেলে কি ভদ্র কি অভদ্র যে কোন ব্যক্তি কয়েদী হইলে তাহাকে প্রথমতঃ কিছু দিনের জন্য ঘানি গাছ টানিতে হয় এবং নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তৈল প্রস্তুত করিয়া না দিতে পারিলে বেত্রাঘাত খাইতে হয়। সম্প্রতি কয়েদী খাটানের একটী নূতন পথ উদ্ভাবিত হইয়াছে। জেল খানার সন্নিহিত জমি সকল গোরুর পরিবর্ত্তে—কয়েদী দ্বারা কর্ষিত হইতেছে। দুইব্যক্তি লাঙ্গলের যোঁয়ালি ধরিয়া টানিতে থাকে, একজন কৃষক হয় এবং এই তিন জনের পশ্চাদে কি নিকটে বেত্র হস্তে এক জন সর্দ্দার অবস্থিতি করে। যে জাতির মধ্যে মানব হিতৈষী হাওয়ার্ড জন্ম গ্রহণ করিয়া ইউরোপের সমুদায় কারাগার সংশোধন করেন, এবং যিনি কোন কারাগার পরিদর্শন করিতে২ সেখান কার দূষিত বায়ু গ্রহণ করিয়া পীড়াক্রান্ত হন এবং সেই পীড়ায় মানব লীলা সম্বরণ করেন, এই প্রাতঃ স্মরণীয় হাওয়ার্ড যে জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, সেই ব্রিটীশ জাতির কারাগারে মনুষ্য মনুষ্যত্ব হারাইয়া গোরুত্ব প্রাপ্ত হইতেছে! ভারতবর্ষ, তোমার জল বায়ু অন্যরূপ!'

কারাগার সমুদয়ে এইরূপ কঠোর শাসন হয় এবং তাহা দ্বারা কি হইতেছে, গত বৎসরের জেল রিপোর্ট হইতে আমরা নিম্নোক্ত সমুদয় বিষয়গুলি উদ্ধৃত করিলাম। ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত যে দুষ্কর্ম্মির সংখ্যা বৃদ্ধি হয় তাহা বাদে মান্দ্রাজের দুষ্কর্ম্মিদিগের এগারো বৎসরের একটি অতি উৎকৃষ্ট তালিকা প্রস্তুত হয়। তদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, মান্দ্রাজে দুষ্কর্ম্মীর সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। ১৮৫৮ সাল হইতে ১৮৬৯ সাল পর্য্যন্ত তালিকা লওয়া হয় এবং ৫৮ সালে দুষ্কর্ম্মির সংখ্যা ৬৭৫০৮ এবং ৬৯ সালের সংখ্যা ১২৫০৩৪ অর্থাৎ এই এগারো বৎসরে দুষ্কর্ম্মীর সংখ্যা ঠিক দ্বিগুণ হইয়াছে। বোম্বাইয়ে এরূপ তালিকা লওয়া হয় নাই, কিন্তু এখানেও দুষ্কর্ম্মির সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। ১৮৬৯ সাল হইতে ৭০ সালে বোম্বায়েতে দুষ্কর্ম্মির সংখ্যা ৪৩০ জন, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ২০৯৭৩ জন ও অযোধ্যায় ২৬৬৩ জন বৃদ্ধি হইয়াছে। মধ্য ভারতবর্ষে গত বৎসর তৎ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা দুষ্কর্ম্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। ব্রহ্মদেশে গত বৎসর তৎ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অপরাধীর সংখ্যা ২১২৪ জন বৃদ্ধি হইয়াছে। বেরারে অপরাধীর সংখ্যা গত বৎসর তৎপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বিস্তর বৃদ্ধি হইয়াছে। মহীসুরে গত বৎসর পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ২৭৮২ জন বৃদ্ধি হইয়াছে। এই রূপ ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান অধিকৃত সমুদয় রাজ্যে গত বৎসর তৎপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা দুষ্কর্ম্মির সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। কেবল বাঙ্গালায় ও বৎসর অপেক্ষা গত বৎসর অপরাধীর সংখ্যা কমিয়াছে। এস্থলে আমরা দুইটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতেছি। ব্রিটিস রাজ্যের অন্যান্য সমুদয় রাজ্যে অপরাধির সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং কেবল বাঙ্গলায় অপরাধীর সংখ্যা কমিয়াছে। ইহার কারণ কি? গবর্ণমেণ্ট যদি একটু মনোযোগ পূর্ব্বক অনুসন্ধান করেন তাহা হইলে জানিবেন যে, শাসন ইহার কারণ নয়। বাঙ্গলায় নিম্ন শ্রেণীর লোকের অবস্থা অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভাল

হইয়াছে এখানে বিদ্যা চর্চ্চার অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে, শান্তি রক্ষা প্রণালীর উৎকর্ষ হইয়াছে, অন্যান্য দেশ অপেক্ষা রাজপুরুষগণ এখানে কম অত্যাচার করেন এবং এই সকল কারণে অন্যত্রের ন্যায় লোকের আত্মাভিমান এখান হইতে বিলুপ্ত হয় নাই।

IMPORTANT NOTICE!

Reminder No 11 !!

"This is to remind our paternal Government that at the time of the abolition of the State Scholarships it was promised to console the natives that men from their class will have civil Posts without any examination at all. This promise was made about 4 years ago, as yet it has not been fulfilled, and this notice is published to attract the attention of our good rulers and to remind them of their promise".

In the last *Bengal Magazine* there is a paper by Babu Kishory Chand Mittra on Choitanya. Choitanya is generally taken to be a social reformer, but there is another view of the great Prophet of Nuddea. The following is sent to us by an esteemed correspondent and deep student:—

Choitanya should be now offered to the world as the saviour of mankind. The world should know the mission of the Great Man. He taught things which were never taught before or after, by any other man. I shall let you know in few sentences the essence of his beautiful and sublime philosophy. The material body is a temporary receptacle of the soul, the soul being the real man. It is to be identified in two of its principal features, *Gyan & ananda*, thus *chit* (*gyan*) is intelligence & *ananda* or love its vocation. Thus the action of the soul is to love, whom? God—the all beautiful and attractive Krishna (from আকর্ষণ) As in the material world the atom seeks to embrace the earth and the earth the sun, so in the world of spirits, all souls eagerly move to embrace Krishna in the Spiritual Brindabun. This is a realm of souls and the Great Lover Krishna is here seen in five distinct relations to the loving souls. (Those souls which cannot love God are *Bhoirmookha*) "বহির্ম্মুখ জীবের নহে কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান—কৃষ্ণের নিত্য দাস জীব তাহা ভুলি গেল। তাই মায়া পিশাচী তার গলায় বাঁদিল"— The five relations of love are শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্য and মধুর। The first is not a feature of Brindabun as there is not much রস in it. রস commences with, দাস্য, Thus in Urdhoba we find a model *dàsh* (দাস) in Sreedam a model friend, in Nunda or Joshoda a model parent, & in the *brojo sakhi*, (ব্রজ সখী) model lovers. God developes himself to man through prophets. In Santa Rasha, He developed Himself in the uppanishad rishis headed by Sanaka and Sanatana. In Dashya Rasha, Moses is the Prophet, being servant of God. In Sakhya Mohamad professes to be the Prophet. In Batshalya mixed with Dashya, we find Jesus as the Prophet. But in the last and the best of Roshes (Madhura Rosh) we find Lord Choitanya as the Prophet. In Choitanya, we find the development of Sanaka, Moses, Mahamed and Jesus. Love in Choitanya, assumes its highest feature of development. The religion of Chaitanya is not as is erroneously supposed a religion of faith, but eminently that of love. Faith plays an unimportant part in Vaishnavism.

THE CANTONMENT MAGISTRATE OF DUMDUM. We happen not to know the name of this gentleman, in fact, we forgot to inquire of our informants. Now several men from Dumdum, some of them very respectable have repeatedly brought to our notice a series of horible stories which well nigh staggered us. We could not believe them, but then forthwith came another band with the same tales in their mouth, with the same horrible tales. But who could believe that the Magistrate of a Town which is only four miles from the Metropolis of India could issue a proclamation by the beating of *tomtom* that persons found in making water or easing themselves in places where they could be seen by passengers would be incarcerated for six months? Now this proclamation did not come on a sudden. Shoocoor Sarcar of Nagerbazor in Dumdum and a baker were fined fifty Rupees each for making water; Bishweshwar Kamar was fined fifty rupees for easing himself; Gereedharee Sing was imprisoned for a month for the same offence, and Gyan Chand Kamar was imprisoned for three months for the same offence! All these punishments not deterring the people of Dumdum from satisfying their call of nature, the magistrate was said to have issued the above proclamation. Now these are some of the facts which the people of Dumdum tell us, and facts stated by one band have been corroborated by another band, and facts stated by one band and corroborated by another band, have been confirmed by a third and sometimes by a fourth band. We cannot credit the facts and we cannot discredit them. Either the cantonment magistrate is stark mad or the people of Dumdum have conspired to injure him. Our best course under the present circumstances is to lay before our Government the facts as we got them, for inquiry. Here are some other cases which we are assured is true in every particular as we relate them. Santokee Saha, a grocer was fined two hundred rupees for keeping stale flour of two days standing in his shop. The appellate court has reversed the order. Chamroo an Aheer Goalla was imprisoned for three months for having mixed water in the milk which he had in his possession. He is still in jail and having no friends being a foreigner has not been able to appeal. Here is another queer case. Mohongoo Goàlla beats his wife, the wife gets angry and goes to court but she soon after repents and withdraws her charge. But the Magistrate did not allow it, tho, the case was a most trifling one the wife having no mark in her body, and imprisoned the husband for six months. These are some of the cases which we publish for the information of government; other more horrible cases were reported to us, but they were not fully corroborated as the above ones are. It is said that the Magistrate never allows parties to compromise amongst themselves; that he inflicts the severest punishment for the slightest offence, that he has dismissed his old servants, because they did not choose to co-operate with him in his vagaries and does many other things which have thoroughly alarmed the Town. In our next we shall try to give a dozen of cases more. But two or three cases more today. Can these be true? Are these fairy tales. Are we leaving under the great Noba5 Serjdowla. Is the Cantonment Magistrate a really mad man and that it is only by oversight thrt the Government has placed him in the bench, without assigning a place for him in Dullanda? Or our informants are rascals fit to be whipped? It is Government alone who can determine which is which and to Government we respecfully submit the above and following cases. A poor woman, the mother of Roshone *was fined* 80 Rs *as some of her fowls strayed on the road.* Shookhye an upcountry Mahamudan was fined for the some offence. Another Chooreewalla was fined 25 Rs for the same offence. We shall be happy to know that these facts are at least exaggerated.

MUNICIPAL GOVERNMENT AND THE PEOPLE.—In Judging the constitution of a municipal Government, as in considering the merits of the Government of a whole country whether free or despotic, we have to look to three things: viz what the Government requires the people to perform firstly in their dealings with each other secondly in their dealings with the Government and lastly we have to the checks provided to prevent the Government from disregarding or infringing its own legitimate duties.

A society cannot exist unless the persons composing it can by some means or other prevent any individual from overstepping the rules which are held to be binding upon all; and the government whether free or despotic, only renders a limited amount of help to the people in this matter by its Police and Judicial administration. But if on the contrary, the Government demands from the people a line of conduct which they do not care to observe, the violations of the rule thus imposed upon the people cannot except in particular cases be brought to the notice of the authorities. For, unless the people consider themselves injured by any infliction of a certain law they would never voluntarily incur—but rather seek to avoid—the trouble necessarily attendant upon the task of bringing the offender to the bar of Justice. There are some who suppose that the Police can make amend for the short comings or the neglect of the people in this matter. But perhaps they do not consider that with this view the police must be endowed with enquisitiorial powers; to which there are serious objections. Whoever has any experience in the character of Bengalees will admit that in but too many cases they expect the police to take the initiative whithout thinking that it is impracticable under its present constitution. Besides the movements of the Police are so essentially different from the notions of propriety, justice and social comfort which the people entertain that practically speaking the co-operation of the people with the Police is absolutely nil except when any particular individual seeks to gratify his *jed* (জেদ). The truth is that whenever the laws and institutions of a country are in advance of the time, they can never be duly observed and maintained because the infringement of such law by the people in their dealings with each other can never be brought to light without an inquisition and inquisition can never succeed because it cannot find any co-operation from the people.

Judged in this light, the Municipal governments which are being introduced in this country are destined to be failures. For a Municipality to be successful, it is necessary that the citizens should understand what the institution signifies

and what duties are prescribed for themselves as between each other and with regard to the Municipal authorities. But in this the majority of the people of this country are sadly deficient. When the roads are impassable, when the drains are foul, when the scavengers do not remove a nuisance from the streets, when the owner of a filthy cess pool neglects to clear it, in all these and a thousand other things, notwithstanding all the bye rules which fill up the Gazette, the people seem to be as little acquainted with their own duties as those of others, whether private individuals or municipal officers. The consequence is that while on the one hand the Municipal authorities complain of the conduct of the people such as they find it impossible to repress without causing an amount of suffering which would overbalance the evil intended to be remedied, they themselves and much more their underlings do not count upon their being liable to be exposed for their short-comings. Add to this the difficulties which our countrymen have to undergo in order to make themselves heard by the higher authorities of the country and who can expect that municipal commitees would be any thing but a farce?

By the way, we wish the Suburban Rate-payer's association all success, and we earnestly hope that the Government will foster the growth of such associations, calculated as they are to render essential service to the Government by keeping a watch upon the proceedings of Municipal officers. We confess that we are somewhat diffident as to the ultimate success of such an association in the present state of the country. But we do not like the conduct of the chairman and the vice-chairman of the Suburban Municipality in their dealings with the association. It certainly is not creditable to them to seem to ignore the existence of that body and the enquiry as to who composed it, savoured, to say the least, of a somewhat inimical spirit for which we do not see the necessity. A public officer should court inquiry into his acts rather than raise frivolous objections abeut the status of the inquirer. It does not matter at all whether the association is composed of the richest or the poorest ratepayers. But the task they have assumed is undoubtedly of a serious nature and the Municipality will only deserve public approbtion by treating the association with respect.

But say what you will until Municipal officers can bring themselves to treat with due consideration the people who in fact are their constituents and ought to be looked upon as such and until the people can when necessary exact such consideration from them their mutual relation must be inconsisttent with the original principles of all Government whether Municipal or Imperial.

THE GREAT CHAMPION--The *Bengalee* would teach us good manners and says that the *Puttrika* absolutely wants a libel suit to teach it 'good manners. That the *Puttrika* wants "good manners,' is 'scurrilous' 'intolerent' 'reckless in imputing bad motives," 'abusive;' that it, trades in patriotism' and is conducted by men who are not "gentlemen. The *Bengallee* would teach us good manners and desires us not to lay aside the manners of gentlemen. Our contemporary condemns our recklessness in attributing bad motives to others, and wishes us never to trade in patriotism any more. We accept these sage counsels and admonitions with due deference, but we altogether forgot to mention the cause of our contemporary's indignation. The *Education Gazette* called the *Mirror* a কুলাঙ্গার and we translated the word into--but we cannot insert the word here and offend our immaculate contemporary again. For he has advised us 'to banish the word altogether' from our vocabulary. The readers of this Journal ought to know now how we translated কুলাঙ্গার, the word begins with a 'tr' and ends with an 'r' Well, at this, our contemporary comes to the rescue, and attacks not the *Gazette* but our humble selves. He says that we called the seceders of the Dacca Associations (again we cannot insert the word here, that forbidden word, beginning with 't' and ending with 'r') but we never said so, and we could not say so, for these seceding members are our, personally speaking, friends whom we regard with affection. Here our contemporary then simply made a--true statement of course. We must not be abusive, for so our contemporary advises, and what is greater abuse than to call a gentleman a liar.

Our contemporary says that at one time the Puttrika did represent the views and interests of the people and when have we ceased to do so pray? Was it when we took up the cause ofthe Ratepayers association and our contemporary that of the Mr. Sterndale the Vice-chairman? We upheld the Jury system and cited two instances, the two cases of Mr. Wise and that of Mr. Macdoneld. Upon this our brother says that we "were influenced by the fact that the prosecutors in both the cases were shahebs." We who are so reckless in attributing motives have learnt a great deal of charity from the above patriotic sentiments no doubt, but then we beg to ask, simply for information, whether such facts do or do not influence our contemporary. By the bye does our contemporary know the fact that the British India Association have already supported the jury system? To those who have a head to think we put the following proposition for consideration. The jury system weakens the executive, and increases the power of the natives, and with the abolition of trial by jury indigo oppressions shall commence with redoubled vigor. Our brother then alludes to the income tax and merely says, wisely forbearing to argue on the matter that "one of the most curious hallucinations of the *Puttrika* is that in defending the income tax it fancies it serves the interests of the people." Well we beg our contemporayr's pardon. In defending the income tax we support the interests of not the people who do not pay it, but of zemindars and rich men. We most cordially admit that when we support the income tax, we advocate the cause of zeminders and Nababs. Our contemporary advocates the cause of the people and opposes the income tax. Our last offence is, that we said that the want of sympathy between ryots and zemindars is only a myth. Once for all we shall adopt a proud tone. Journalists are not necessarily statesmen and our contemporary is a mere journalist the chronocilēr of events. He has no business to deal in mattērs he does not understand. Our position is queer. We are a conquered race, ard we feel it at every step. It is not always the fault of Government. The strength of every foreign Government consists in the weakness of the people. As the people divide amongst themselve & grow weaker the Government grows more despotic. This is not the fault of English Government but this is human nature. It is in our power to obtain from Government greater privileges than we at present enjoy, and Government shall most gladly accede to our wishes when it sees that the people deserve them. If we weaken the zemindars, it does not strengthen the ryots but the all powerful Government. The rent laws broke the bonds of the two classes and they were ruined while lawyers flourished and stamp-fees swelled. They are now gradually coming to their senses and the law of re-action has already begun to operate. We should not appeal to a Government which is already too eager to sit as arbitrator between the two classes. There is a great probability of the wounds being healed by the simple process of nature, but those who seek Government interference in these matters, simply make the chance of union an impossibility and act the parts of the two cats who stole a piece of cheese. Those who take an antagonistic position as regards the zemindars and appeal to Government to crush them should not forget that it was not the zemindars but the government itself which brought about the untold miseries of the people.

রাজসাহী সভার সম্পাদক আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে "তাহারা মিউনিসিপ্যাল বিলের বিরুদ্ধে অনেক দিন হইল গবরণর জেনারেলের নিকট আবেদন পাঠাইয়াছেন, এবং গবরণর জেনারেলের প্রাইবেট সেক্রেটরি লিখিয়াছেন যে তিনি উহা প্রাপ্ত হইয়াছেন। নুতন ফৌজদারি আইনের বিরুদ্ধেও তাহারা ষ্টেট সেক্রেটরির নিকট দরখাস্ত প্রেরণ করিয়াছেন এবং উহা মুদ্রিত করিয়া উহার এক খানি আবেদন গবরর্ণর জেনারেলের নিকটও প্রেরণ করিবেন॥, আমরা ভরসা করি, আর আর সভা ও ফৌজদারি কার্য্য বিধি ও মিউনিসিপাল বিলের বিরুদ্ধে সত্বর দরখাস্ত পাঠাইবেন॥ অতপর লর্ড নর্থব্রুক নানা বিধ কর সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান করিতেছেন, তদ্বিষয়েও সভা সমুদয়ের মত অতি সত্বর ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য॥

বানারস আকবরের সম্পাদক পোলিসের বিরুদ্ধে একটি বিষয় লিখেন। এই নিমিত্ত তাহার নামে পোলিস অভিযোগ করেন এবং তাহার হাজার টাকা জরিমানা হয়। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লেফটেনেন্ট গবর্ণর সর জন মুয়ার মাজিষ্ট্রেটের হুকুম রহিত করিয়া এই বিষয়ে এই রূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন॥

'সম্পাদক যে কোন কুঅভিপ্রায় সুসিদ্ধির নিমিত্ত পোলিসের বিরুদ্ধে লিখেন তাহার কিছু মাত্র প্রমাণ নাই, অতএব কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তব্য ছিল যে, বানারস আকবরে প্রকাশিত বিষয় তদারক করিয়া যাহা বাহির হয়, তাহা তাহারা সম্পাদককে তাঁহার কাগজে প্রকাশ করিতে ও তিনি পূর্ব্বে যাহা লিখেন তাহা মিথ্যা স্বীকার করিয়া তন্নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলেন এবং তিনি যদি ইহাতে সম্মত না হইতেন, তখন পোলিস সম্পাদকের নামে অভিযোগ করিতে পারিতেন, ও ইহাও পোলিসকে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া করা উচিত। লোকের বিশ্বাস যে, এদেশে সম্পাদক গণ স্বাধীন ভাবে কিছু লিখিতে পারেন না। দেশীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তিরাও এই রূপ বিশ্বাস করেন। যদিও তাহাদের এরূপ বিশ্বাস করার কোন কারণ নাই তথাচ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এরূপ কোন কার্য্য না হওয়াই কর্ত্তব্য যাহাতে লোকের মনে এই রূপ সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। অতএব লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের ইচ্ছা যে গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারীর যদি কোন কাগজের বিরুদ্ধে লাইবেল আনিতে হয় তবে তাহাকে পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইতে হইবে।'

জলপ্লাবন ও ঝড়।

দেশে পূর্ব্ববৎসরের ন্যায় আবার জলপ্লাবন উপস্থিত হইয়াছে। আমাদিগকে যশোহর নলডাঙ্গা হইতে একজন বন্ধু লিখিয়াছেনঃ—

২০ শুক্রবার প্রাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় উত্তর পূর্ব্ব দিক্ হইতে অতি বেগে বায়ু সমুত্থিত হইয়া বৃষ্টির সহিত বহিতে আরম্ভ হইল। পরে বায়ুর বেগ পূর্ব্ব দিকে পরিবর্ত্তিত হইয়া এত প্রবল হইল যে অনেক ঘর দরজা অল্প কাল মধ্যে সমভূম হইয়া গেল॥ প্লাবনের জল প্রভূত প্রমাণে স্ফীত হইয়া দেশ জলাকীর্ণ করিয়া দিল॥ এক ঘটিকার সময় কিঞ্চিত ক্ষান্ত হইয়াছিল বটে কিন্তু কিছু কাল পরেই ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দক্ষিণ দিক্ হইতে প্রবাহিত হইতে লাগিল॥ মাঠের ধান্য এক কালে নষ্ট হইয়া গিয়াছে কিছু মাত্র চিহ্ন নাই। পরে প্রায় সন্ধ্যার সময় পশ্চিম দিক হইতে বায়ু নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

এই ঝটিকা দ্বারা দেশের অতীব শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে॥ এবার প্রায় গত বর্ষের ন্যায় প্লাবন হইয়াছে॥ আমন ধান্য এক রকম নির্জ্জীব হইয়াছিল, তাহাতে গত কল্য যে ভয়ানক ঝঞ্ঝাবাত হইয়াছে তদ্দ্বারা সমুদয় ধান্য এক কালীন বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রজার সমুদায় ঘর ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে॥ ঘরে যে আশু ধান্য ছিল তাহা স্থানাভাবে অধিকাংশ জল কবলিত হইয়াছে॥ এই ঝড় রাত্রে হইলে যে আরো কত ভয়ানক হইত বলিতে পারি না॥

যশোহর গৌরনগর হইতে আর একজন লিখিয়াছেন যে, আমাদের এখানে শুক্রবারে এরূপ ঝড় বৃষ্টি হইয়াছে যে, গৃহ ও বৃক্ষ সমুদায় প্রায় সমভূম হইয়াছে এবং অপর একজন লিখিয়াছেন যে, দেশে গতবৎসরের ন্যায় ভয়ানক জলপ্লাবন হইয়াছে। নদিয়ার একজন ওবরসিয়ার আমাদিগকে কোন কার্য্যোপলক্ষে পত্র লিখেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, নদিয়া জলে ভাসিয়া গিয়াছে এবং তন্নিমিত্ত তাহার তিলার্দ্ধ সাবকাশ নাই। ঢাকা অঞ্চলে কেমন ঝড় ও জলপ্লাবন হইয়াছে তাহা আমরা এক্ষণ শুনিতে পাই নাই, তবে সে দিন আমাদের একজন আত্মীয় আমাদিগকে বলেন যে, ইতি মধ্যে ঢাকায় ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে এবং অনেক নৌকা মারা পড়িয়াছে। দুই খানা পাটের জাহাজও নষ্ট হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আমরা শুনিলাম পাবনা ও ফরিদপুরেও ভয়ানক ঝড় ও জলপ্লাবন হইয়া গিয়াছে। আমরা ইংলিশম্যানে দেখিলাম যে, বোম্বাই ও বরদার রেলওয়ে জলপ্লাবন উপস্থিত হইয়াছে। আমরা এক্ষণ পর্য্যন্ত কোথায় কি পরিমাণে ক্ষতি হইয়াছে তাহার কোন সংবাদ অবগত হই নাই, তবে এবার হুগলি বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় অতি অল্প পরিমাণে ধান্য হইয়াছে, কৃষ্ণনগরে ও অতি অল্প ধান্য হয়, কেবল যশোহর ফরিদ পুর প্রভৃতি জেলায় অপর্য্যাপ্ত ধান্য হইয়াছিল, যদি ঝড় ও বন্যা দ্বারা ইহার কোন অনিষ্ট হইয়া থাকে তবে ভারি শঙ্কার বিষয়। গতবৎসর জলপ্লাবনে যত রূপ অনিষ্ট করুক, গোরু মরিয়া লোকের বিশেষ ক্ষতি করে এবং এবার বন্যা যদি আবার গতবৎসরের ন্যায় দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় ও গোরুর আহারীয় দ্রব্য প্রাপ্তির ব্যাঘাত জন্মে তবে দেশ উচ্ছিন্ন যাইবে। কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেট ষ্টিবেন্স সাহেব গতবৎসর বন্যার সময় বিস্তর পরিশ্রম করেন, তাঁহার অধীনস্থ আমলা বাবু রামশঙ্কর সেন, ও বাবুদ্বারিকানাথ সরকার অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করেন, এবৎসরও যে তিনি তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে কিছু মাত্র ত্রুটী করিবেন না তাহা আমরা এক-রূপ পূর্ব্বেই বলিতে পারি। যশোর এবার যে গত বৎসরের ন্যায় ক্ষতি গ্রস্ত হইবে সে বিষয় আমরা এক রূপ নিশ্চিত বলিতে পারি। মনোরো সাহেব হাওড়ায় বদলী হইয়াছেন, কিন্তু যশোহরে যদি বন্যা কর্ত্তৃক অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে গবর্ণমেণ্ট আপাতত তাঁহাকে সেখানে অনুগ্রহ করিয়া রাখিয়া দিবেন এবং মনোরো সাহেবকে আমরা অনুরোধ করি যে, যাহাতে অন্ততঃ এইবৎসর সেস কর যশোরে প্রচলিত না হয় তন্নিমিত্ত তিনি গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। গত বৎসর যশোর ও নদিয়া বন্যা কর্ত্তৃক সমান পরিমাণে ক্ষতি সহ্য করে, ষ্টিবেন্স সাহেবের ন্যায় মনোরো সাহেবের কর্ত্তব্য ছিল যে তিনিও যশোরে সেস কর স্থগিতের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট অনুরোধ করেন, কিন্তু যখন আবার এবৎসর যশোহর বন্যা কর্ত্তৃক প্লাবিত হইল তখন আমরা ভরসা করি যে মনোরো সাহেব প্রজার পক্ষ হইতে সেস কর স্থগিতের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টে লিখিবেন। আমরা গত কল্যের কলিকাতা গেজেট হইতে ঝড় ও জল প্লাবনের বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

২৪ পরগণা — ১৯ সেপটেম্বর। ভয়ানক ঝড় হইয়া সাতক্ষীরা ও বসিরহাটের বিস্তর খড়ের ঘর ফেলিয়া গিয়াছে। ইহাতে শস্যের কোন অনিষ্ট হয় নাই বরং ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে যে বৃষ্টি হয় তাহাতে শস্যের উপকার হইয়াছে। যশোহরে, ঝিনিদহা, নড়াল ও মাগুরা মহকুমায় ভয়ানক জলপ্লাবন উপস্থিত হইয়াছে। অদ্যাপি শস্যের কোন অনিষ্ট হয় নাই॥ গত শুক্রবারে যে ঝড় হইয়া গিয়াছে তাহা কর্ত্তৃক কি অনিষ্ট হইয়াছে তাহা এক্ষণ পর্য্যন্ত স্থির হয়নাই॥

পাবনা। ২০ তারিখে এখানে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। সারা রাত্র ও তাহার পরদিন সকাল পর্য্যন্ত ঝড় হয়॥ ১১ টার সময় পূর্ব্ব দিক হইতে প্রবল বেগে ঝড় আরম্ভ হয়॥ ২টার সময় উত্তর পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমে উত্তর দিক হইতে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয়॥ এসময় সহরের সমুদয় অনিষ্ট হয়॥ ৪টা ৪০ মিনিট পর্য্যন্ত ঝড় প্রবাহিত হয়, তাহার পর বিষ মিনিট ঝড় ক্ষান্ত থাকে। ৫টার সময় আবার উত্তর পশ্চিম হইতে ঝড় বহিতে আরম্ভ হয়। ঝড়ের বেগ ক্রমে কমিয়া আইসে এবং ৬ টা হইতে ৯টার পর ঝড় ক্রমে কমিয়া ক্ষান্ত হয়। সম্ভবত শস্যের অনেক অনিষ্ট হইয়াছে কিন্তু এক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

ফরিদপুর—ভয়ানক বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বাতাস আরম্ভ হইয়া শেষে ভয়ানক ঝড় হইয়া দাঁড়ায়। ঝড় কর্ত্তৃক শস্যের কি অনিষ্ট হইয়াছে তাহা এক্ষণ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় নাই।

গবর্ণমেণ্ট নিয়োগ।

যশোরের মনোরো সাহেব দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত হাওড়ায় বদলী হইলেন ও স্মিথ সাহেব তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হইলেন।—ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট উড সাহেব পাটনায় নিযুক্ত হইলেন।—২৪ পরগণার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ভার্ণার সাহেব কলিকাতার মধ্যে কলেক্টরের ভার প্রাপ্ত হইলেন।—ওয়েস সাহেব মেহেরপুরে থাকিলেন।—বাবু চন্দ্রকুমার রায় বি, এল, চিটাগাঁর কক্স বাজারে মুন্সেফ হইলেন—॥ বাবু ব্রজবেহার শোম পশ্চিম বর্দ্ধমানের রাধা নগরের মুনসেফ হইলেন।—বাবু অতুল বেহারী ঘোষ দ্বিতীয় হুকুম পর্য্যন্ত ত্রিপুরার পাঁচ পুকুরের মুন্সেফ হইলেন।—বাবু শম্ভু চন্দ্র দে শ্রীহট্টের রসুনগঞ্জে মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন।—মুন্সেফ বাবু ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যশোরের খুলনায় বদলী হইলেন।—খুলনার মুন্সেফ বাবু বেদারেশ্বর রায় রংপুরে বদলী হইলেন।—মুন্সেফ বাবু মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বীরভূমের বোলপুরে বদলী হইলেন।—মুন্সেফ বাবু গঙ্গাকান্ত মুখোপাধ্যায় বাখরগঞ্জের পটুয়া খালী বদলী হইলেন।—মুন্সেফ বাবু প্রেমচাঁদ পাল ঢাকার সহরের ভার প্রাপ্ত হইলেন।—মুন্সেফ বাবু গিরিশচন্দ্র চৌধরী বাখর গঞ্জের পিরজপুরে বদলী হইলেন।—মুন্সেফ বাবু মহেন্দ্রনাথ মিত্র যশোরের মাগুরায় বদলী হইলেন॥

সংবাদ।

—বোম্বাইয়ের নূতন গবর্ণর ইতিমধ্যে সেখানে বিশেষ যশস্বী হইয়াছেন। যত রূপ দলিল দস্তাবেজ তাহার নিকট হইতে বাহির হয়, তাহার সমুদয়ে তিনি স্বাক্ষর করেন। তিনি আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন. সকল রাজ কর্ম্মচারীর রাজকার্য্য সংক্রান্ত পত্রের উত্তর এক সপ্তাহের মধ্যে করিতে হইবে॥ এক সপ্তাহের মধ্যে উত্তর না দিলে তখনই তাহার কৈফিয়াত তলপ করা হয়॥ তাহার নিকট যত দরখাস্ত পড়ে কি পত্র আইসে, তিনি তাহা সমুদায় নিজে পড়েন এবং যাহার যেরূপ করা কর্ত্তব্য, সেসমুদয় লিখিয়া উপযুক্ত রাজকর্ম্মচারির নিকট সে সমুদয় প্রেরণ করেন॥ নূতন যে বাটি প্রস্তুত হইতেছে তাহা নির্ম্মাণ হইলে তিনি স্থির করিয়াছেন যে, সেক্রেটরীর কাজ অনেকাংশে তিনি নিজে করিবেন॥

—ভবানী পুরের দক্ষিণ হইতে গবর্ণর জেনারেলের বাটী পর্য্যন্ত একটি "ষ্ট্রেমওয়ে" খোলার প্রস্তাব হইতেছে॥

—ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড পর্য্যন্ত একটি রেলওয়ে নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইতেছে। তাহাতে ন্যূন্যাধিক দশ কোটী টাকা ব্যয় পড়িবে। যদি প্রকৃত এইরূপ রেলওয়ে হয়, তবে আমাদের হিন্দু স্থান প্রকৃত প্রস্তাবে অচিরাৎ বিলাত হইয়া উঠিবে॥

সোমপ্রকাশ বলেন, ২৪ পরগণার দ্বিতীয় সবর্ডিনেট জজ বাবু কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের, আদালতে এক কৌতুকাবহ কাণ্ড হইয়াছে। আলিপুরের জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাক্তার লিঞ্চের নামে মিথ্যা কারারোধ অপরাধে এক ব্যক্তি সম্মানের ক্ষতিপুরণের নিমিত্ত নালীশ করিয়াছেন। আদালত লোকে পরিপূর্ণ। মোকদ্দমা চলিতেছে, সকলে নিস্তব্ধ। এমন সময়ে তিন জন উকীল অতিশয় ভয়ের লক্ষণ প্রদর্শন করিয়া যেন প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন। ইহা দেখিয়া দর্শকগণও দৌড়িতে আরম্ভ করিল॥ দৃষ্টান্তটী সংক্রামক হইল, লিঞ্চ সাহেব ভাঁটার ন্যায় ঊর্দ্ধে লম্ফ দিয়া রেল টপকাইয়া নীচে পড়িলেন॥ উকীল বাবু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কিঞ্চিৎ স্থূলাকার, তাঁহার দ্রুত পলায়ন সহজ নহে, তথাপি তিনিও ভাবিলেন, হয় কোন ওহাবি আসিয়াছে, নচেৎ প্রলয় কাল উপস্থিত, এই মনে করিয়া মোকদ্দমার কাগজ পত্র ফেলিয়া দৌড় দিলেন॥ দুর্ভাগ্যক্রমে সম্মুখে একখানি চৌকি আড় হইয়া পড়াতে সে দৌড় বড় সফল হয় না; পায়ের কিদংশের সহিত চৌকি খানির বিলক্ষণ সংস্পর্শ হইয়াছিল॥ অনেক লোক দৌড়িতেছে দেখিয়া প্রথম সবর্ডিনেট জজ বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু অগ্রপশ্চাৎ না দেখিয়া "পাল্কী ওঠাও পাল্কী ওঠাও" বলিয়া দৌড় দিলেন॥ কেন দৌড় দেওয়া হইতেছে, ব্যাপারটা কি কেহই কাহাকে জিজ্ঞাসা করেন না॥ সকলেই প্রাণ লইয়া ব্যস্ত, কেবল বাবু কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের প্রশান্ত ভাব তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই॥ তথাপি তাঁহাকেও এজলাস হইতে উঠিতে হইয়াছিল। পরে অনুসন্ধানে জানা গেল এক জন উকীলের চক্ষে বোধ হইয়াছিল, যেন একটী চিতি সাপ তাঁহার এক বন্ধুর কাঁদের নিকটে মুখ বাড়াইতেছে॥ নিকটস্থ ব্যক্তিকে ঐ কথা বলাতে তিনি চিতিকে কেউটে স্থির করিয়া পলায়ন করেন, অবশিষ্ট লোক কেউটেকে কয়েক জন শোণিতলোলুপ ওহাবি স্থির করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। তামাসাটী মন্দ নয়।

—ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ সন্তরণকারী জনসন সাহেব সম্প্রতি ডোবার হইতে ক্যালে পর্য্যন্ত সাঁতার দিবার চেষ্টা করেন কিন্তু সাত মাইল গিয়া তিনি ক্লান্তহইয়া পড়েন। ডোবার আর ক্যালে ঠিক শোজা সুজি চলিয়াগেলে ১৯মাইল পথ হয়, কিন্তু জল স্রোত এখানে এরূপ ভয়ানক ও বেগবতী যে না ঘুরিয়া কেহ তথায় যাইতে পারে না এবং ঘুরিয়া গেলে ৪০ মাইল পথ ভ্রমণ করিতে হয়॥ জনসন সন্তরণ দ্বারা সমুদ্র পার হইবেন শুনিয়া সহস্র সহস্র লোক তথায় উপস্থিত হয়॥ তিনি সাড়েদশটার কিছু পরে সন্তরণ দিতে আরম্ভ করেন॥ তাহার যদি কোন বিপদ হয়, এই নিমিত্ত এক খানি ষ্টিমার তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে॥ তিনি জলে ঝম্প দিয়া এরূপ বেগে সাতাঁর দিতে লাগিলেন যে, ফি বারে তিন চারিহাত দূরে গিয়া পড়িতে লাগিলেন॥ বিষ মিনিটে দুই মাইল পথ সাঁতরাইয়া গেলেন॥ তিনি বরা বরি সমান জোরে যান॥ ১১টা বিষ মিনিটের সময় সাঁতরাইয়া২ কিছু আহার করেন॥ আর ১০ মিনিটের পরে আবার কিছু আহার করেন, ইতিমধ্যে তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে ষ্টিমার যাইতে ছিল তাহা অনেক আগুইয়া যায় এবং তিনি এরূপ সজোরে সাতার দেন যে উহা গিয়া ধরেন॥ জাহাজ ধরিয়া আবার কিছু আহার করেন, কিন্তু তিনি বলেন যে তাহার শক্তির কিছু মাত্র এক্ষণ পর্য্যন্ত হ্রাস হয় নাই, কিন্তু ডাক্তারেরা তাঁহাকে দেখিয়া বলেন যে, তাহার শরীরের রক্তের গমনাগমন ক্রম বন্ধ হইয়া আসিতেছে॥ তিনি প্রথম উঠিতে চান না কিন্তু অগত্যা তিনি বাধ্য হইয়া জাহাজে আসিয়া উঠেন। যখন উঠেন তখন বেলা এগারোটা পয়তাল্লিস মিনিট হইয়াছে এবং তিনি এক ঘণ্টা পাচ মিনিটে সাত মাইল সাঁতার দেন॥ তিনি উপরে উঠিলে দেখা গেল যে, তিনি কিছু মাত্র ক্লান্ত হন নাই। তবে তাহার পা দুখানি অবসন্ন হইয়া গিয়াছে॥ জনসনের বয়স ২৫ বৎসর, শরীরের গঠন ভারি দ্রঢ়িষ্ঠ এবং বুকের ছাতির পরিসর ৪৫ ইঞ্চ॥ তিনি মনে করিলে আবার উহা আরও ফুলাইতে পারেন॥ যশোরে ভোলার পুকুরনামকএকটি পুষ্করিণীআছে। আমাদের এক জনবন্ধু এই পুকুরটি অবিশ্রান্ত পঞ্চাশ বার যাওয়া আসা করিয়া পার হয়েন॥ তিনি বেলা আটটার সময় সাঁতার দিতে আরম্ভ করেন, আর এগারোটা চল্লিশ মিনিট পর্য্যন্ত অনবরত সাঁতার দিয়া ছিলেন। আমরা অনুমান করিয়া দেখিয়াছি যে তিনি এইরূপে চারি মাইল পথ সাঁতার দিয়া ছিলেন।

—শান্তিপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, তথায় কোন কলু বাড়িতে স্ত্রী-পুরুষে একবারে পীড়িত হয়। স্ত্রীটীর আসন্ন কাল উপস্থিত হইলে রীত্যানুসারে তাহাকে ঘরের বাহির করা হয়। উহার মৃত্যুর কিয়ৎকাল পরেই পুরুষটী কহিল (তখন তার মৃত্যুর কোন লক্ষণই ছিল না) "ও গেল, আমার আর থেকে ফল কি! আমাকেও ঐ সঙ্গে নিয়ে চল" এই কথা বলিবার কিয়ৎ কাল পরেই মানব লীলা সম্বরণ করিল। এ, গে।

—বর্ষার শেষে পুরাতন বৃক্ষের গুঁড়ি, কাটা বক্ষের গুঁড়ি, সচরাচর এক শাখ বৃক্ষেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, এক রকম উদ্ভিজ্জ (যাহাকে বেঙের ছাতা বা বেঙের গরল বলে) জন্মে। বেঙের ছাতা সচরাচর যেমন শুভ্র এবং ছত্রাকৃতি হয়, উহা সেরূপ নহে; গুটাল এবং গাঢ় লাল বর্ণ, খুব সরস, কাটিবার বা বনাইবার সময় উহা হইতে অনেক রস নির্গত হইয়া থাকে। উহা অতি শীঘ্রই বাড়িয়া উঠে, এবং যেমন শীঘ্র বাড়ে, তেমনি ধ্বংসও হয়। কৃষি সম্বন্ধীয় এক খানি প্রসিদ্ধ পত্রে লিখিত হইয়াছে, ঐ উদ্ভিজ্জ হইতে অতি উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হয়। পাক করিলে ঠিক মাংসের ন্যায় লাগে, এবং অতি সুস্বাদু; একটু মনোহর অম্ল গন্ধ সংমিশ্রিত। উহা যখন সম্পূর্ণ টাট্‌কা এবং পরিষ্কার থাকে, তখন ব্যবহার করিতে হয়, কাটিয়া অবিলম্বেই পাকাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়।" এডুকেশন গেজেট এটী স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন, আমরা ইহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

—ইংলিসম্যানের স্যাটারডে জোর্ণালে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছে॥ যিনি এই ঘটনাটী লিখিয়াছেন তাঁহার ইহা অতি বিশ্বস্ত সূত্রে শুনা। এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এক দিন তাঁহার কোন বন্ধুর বাটীতে নিমন্ত্রণ খাইতে যান ও সেখান হইতে আমোদ আহ্লাদ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার পিতা দূর দেশে বাস করিতেন ও তাঁহার এক ভাইও বিদেশে থাকিতেন। রাত্রে শয়ন করিয়া আছেন ইতিমধ্যে দেখেন যে, তাঁহার ভাই একটী দ্বার দিয়া তাঁহার কামরায় প্রবেশ করিলেন ও অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহাকে বলিলেন যে, তাঁহাদের পিতার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি হঠাৎ নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিলেন ও তাঁহার গৃহের প্রহরী দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহার ঘরে কেহ প্রবেশ করিয়া ছিল কি না। তাহারা বলিল তাহারা কাহাকেও দেখে নাই। পর দিন প্রাতে তিনি সমুদয় কথা তাঁহার বন্ধুর নিকট বলিলেন। কিছু দিন পরে সংবাদ আইল যে, তিনি যে সময় স্বপ্নে দেখিয়া ছিলেন, তাঁহার পিতার সেই দিন মৃত্যু হয় ও তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাকে সেই সময় এই সংবাদ দিবার নিমিত্ত ভারি ব্যস্ত হন।

—গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে যে, আগামী ১১ই অক্টোবর গবর্ণর জেনেরল শারদীয় ভ্রমণে সিমলা হইতে বহির্গত হইবেন। তিনি অম্বালা, লাহোর, মুলতান, করাচী, বোম্বাই, পুনা, নাগপুর ও জব্বলপুর পরিদর্শন করিবেন ও ১১ই ডিসেম্বর কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

—আণ্ডারসন নামক এক জন সাহেব ইংলণ্ডে জাল চেক প্রস্তুত ও চুরি করায় কঠিন পরিশ্রমের সঙ্গে তাহার ৯ মাস মিয়াদ হইয়াছে॥

—ইনকম ট্যাক্স উঠাইয়া রথ্যাকর সংস্থাপিত হউক ইহা কাহারো অভিপ্রেত নহে। দরিদ্র কৃষকেরা রথ্যাকরের দারুণ যন্ত্রণা সহ্য না করিয়া ধনশালী ব্যক্তিরা ইনকম ট্যাক্সের যাতনা সহ্য করেন, ইহা শতবার প্রার্থনীয়। একথা কি অসঙ্গত? কোন নিঃস্বার্থ ব্যক্তি না ইহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন। তবে যাঁহাদিগের স্বার্থ সম্পর্ক আছে,—স্বার্থান্ধতা প্রযুক্ত যাঁহাদিগের দৃষ্টি কেবল আপনার উপরে নিক্ষিত রহিয়াছে, তাঁহাদিগের কথা স্বতন্ত্র॥ যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের চাকর—যাঁহাদিগের বেতন হইতে নিয়মিত রূপে ইনকম ট্যাক্স কর্ত্তন করা হইয়া থাকে, তাঁহারা দক্ষিণ বা পশ্চিমাঞ্চলের সংবাদ পত্র বিশেষের সম্পাদক হইলেও এতৎ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের মতামত অপেক্ষা পূর্ব্ব দেশের সম্বাদ পত্রের নিঃসম্পর্ক সম্পাদক দিগের মতামত সমধিক আদরণীয়, সোম প্রকাশ সম্পাদকের ইহা মনে করা আবশ্যক। ঢাকা প্রকাশ।

—পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন আমাদিগকে একদিন তর্কস্থলে বলেন যে, তাহার একজন বন্ধু একটী অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। তাঁহার বন্ধুর স্ত্রীর অপস্মার রোগ ছিল। তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া প্রায় তিনি চারিদিন ভয়ানক কষ্ট সহ্য করিতেন এবং ইহার মধ্যে তাহার কিছু মাত্র সজ্ঞা হইত না। একদিন তাহার পীড়া উপস্থিত হইয়া তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। তিনি হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিচের দিকে চলিলেন। কোথায় যাইতেছেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, বৈদ্যনাথ তাহার নিমিত্ত ঔষধ নেকড়ায় বান্ধিয়া তাহাদের বিয়ারার ঘরে রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি ক্রমে বিয়ারার ঘরের দিকে চলিলেন। কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার সঙ্গে আর সকলে চলিল। তিনি বিয়ারার ঘরে প্রবেশ করিয়া একটী অন্ধকার স্থান হইতে সত্য সত্যই নেকড়ায় বান্ধা কি ঔষধ বাহির করিলেন॥ পরে উপরে আসিয়া উঠিলেন, উঠিয়া আবার অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। যখন চৈতন্য হইল তখন ঔষধের কথা কি ও সম্বন্ধে কিছুই তাহার স্মরণ ছিল না॥ তাহার পীড়া সেই শেষ বার হয়, তদবধি তিনি ভাল আছেন॥

—গত বৃহস্পতিবারে বোম্বাইয়ে যে ঝড় হয় তাহাতে সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রায় সাড়ে তিন কোটি মন জল সহরের মধ্যে প্রবেশ করে॥ আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সহরটী একেবারে ভাসিয়া যায় নাই॥

—বেঙ্গাল ক্রিশ্চিয়ান হেরাল্ড বলেন যে, এক জন মুসলমানের স্ত্রী দুটি অদ্ভুত সন্তান প্রসব করে॥ ইহাদের শরীর একটি মাংস পিণ্ড দ্বারা আবদ্ধ॥ ইহাদের চারি খানি পা, কিন্তু স্ত্রী কি পুরুষ তাহার কোন লক্ষণ নাই॥ একটি সন্তান কাল ও আর একটি ফরসা, একটি চুপ করিয়া থাকিত, আর একটি কান্দিত॥ তিন দিন মাত্র ইহারা বাঁচিয়াছিল॥

—বরদার কতক গুলি লোক এক জন মাড়োয়ারীকে দেবানুগৃহীত ব্যক্তি বলিয়া বিশেষ সম্মান করে॥ এ ব্যক্তি একাধিক্রমে এক মাস পর্য্যন্ত অনাহারে বাস করে ও এই নিমিত্ত সকলের ভক্তি ভাজন হয়॥ তাহার উপাসক গণ তাহাকে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকার গহনা দ্বারা বিভুষিত করিয়া নগর মধ্যে প্রদর্শন করিয়া বেড়ায়॥ রাত্রে এ ব্যক্তি গহনা গুলি লইয়া পলায়ন করে॥ নাওসারীতেও কিছু দিন হইল এই রূপ এক জন জুয়াচোর একটি মাড়োয়ারী বালিকাকে লইয়া পলায়ন করে॥ এই ব্যক্তি ধৃত হইয়া রাজ বিচারে সমুচিত শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছে॥

—ম্যাছাচিউসেটসের অন্তর্গত কেম্ব্রিজ পোর্টে একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রস্তুত হইতেছে॥ উহা এত বড় বৃহৎ যে পৃথিবীর মধ্যে এরূপ বৃহৎ দূরবীক্ষণ অদ্যাপি দেখা যায় না॥ উহা সমাপ্ত করিতে আর দুই বৎসর লাগিবে ও ব্যয় প্রায় ৯২৮০০ টাকা পড়িবে॥

—গত বুধবার সুইডেনের রাজা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

—সম্প্রতি সেকেন্দ্রা অনাথ নিবাসে একটী অদ্ভুত বালক আনীত হইয়াছে। ইহাকে নেকড়ে বাঘের গর্ত্তে নেকড়ে বাঘের সঙ্গে অবস্থিতি করিতে দেখা যায়। সেখানে কত দিন ছিল তাহার স্থির হয় নাই, তবে সে হামা দিয়া যেমন দ্রুত হাঁটে এবং তাহার আমমাংসের প্রতি যেরূপ আসক্তি তাহাতে বোধ হয় সে দীর্ঘকাল হইতে সেখানে অবস্থিতি করিতেছিল। সে এক্ষণ পর্য্যন্ত অনেক বিষয়ে বন্য পশুর ন্যায় রহিয়াছে। তাহার ডাক কুকুরের ছানার মত। আজ কয়েক বৎসর হইল এখানে আর একটি বালক পাওয়া যায়, কিন্তু সে অদ্যাপি কথা বলিতে শিখে নাই, তবে সে এক্ষণে হর্ষ বা দুঃখ প্রকাশ করিতে পারে।

—নিউইয়র্ক দেশে ভেকের মাংসের ক্রমেই আদর বৃদ্ধি হইতেছে। এক্ষণে সচরাচর আহারীয় দ্রব্যের মধ্যে বড় বড় ব্যাং দেখা যায়। আমরা যেরূপ মৎস্য ধরি, শিপ দিয়া নিউইওর্কবাসীরাও সেই রূপ ব্যাং ধরে ও তাহার পরে বড় বড় গামলায় উহা জিউইয়া রাখে। জিউন ব্যাং নগরে নীত হয় এবং এত উচ্চ দরে বিক্রয় হয় যে, বড় মানুষ ভিন্ন অপরে উহা ব্যবহার করিতে পারে না। বেঙের পাছের পা সচরাচর ভাজিয়া আহার করা হয় কিন্তু উহার জুস এবং অন্যান্য তরকারি করিয়াও খাওয়া হয়। আমাদের দেশে ভেকের মাংস ঔষধে ব্যবহার হয় এবং শাস্ত্র মত উহার মাংস ভারি শীতল।

—ঝান্সিতে ইতিমধ্যে ভয়ানক একটী হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। উন্দা নামক গ্রামে এক জন জমিদার বাস করেন। তিনি বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সঞ্চয় করিয়াছেন। দুর্ভাগ্য ক্রমে তাঁহার কোন সন্তান হয় নাই॥ এই নিমিত্ত তিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতস্পুত্রকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন। পোষ্য পুত্রটী বিস্তর অর্থের উত্তরাধিকারী হইয়া অজচ্ছল ব্যয় করিতে থাকে। জমিদার ইহাতে বিরক্ত হন। এবং তাহাকে তাড়াইয়া দিয়া তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন। সে অন্যত্র গিয়া বাস করে। কিছু দিন পরে সে তাহার কাপড়ের ভিতর একখান তরবার লুকাইয়া তাহার মাতার বাটীতে উপস্থিত হয়। সেই দিন তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেখানে উপস্থিত ছিল। তাহার পর দিন প্রত্যূষে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহার কনিষ্ঠকে প্রথমত এবং তাহার পরে গৃহস্থিত অন্য সকলকে তরবার দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করে। এক জন বৃদ্ধ আহত ব্যক্তিদিগের চীৎকার শুনিয়া সেখানে উপস্থিত হয় এবং তাহাকে ধরিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া সোর করে। চৌকিদার সেখানে উপস্থিত হয় ও তাহাকে আবদ্ধ করে। এক্ষণে তাহার বিচার হইতেছে।

—লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে আহেরের নামক এক ব্যক্তি আত্মহত্যা দ্বারা প্রাণত্যাগ করে। গবর্ণমেণ্টে সন্দেহ হওয়াতে ইহার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত একটী কমিসন বসাইয়াছেন। আমরা ভরসা করি আলিপুরের জেলের সমুদয় ঘটনা গুলির অনুসন্ধানেও গবর্ণমেণ্ট প্রবৃত্ত হইবেন।

—মন্ত্রাজ স্মল কজ কোর্টে সম্প্রতি একজন উকীল কোন সাক্ষীকে অপমান জনক প্রশ্ন করেন। এই নিমিত্ত তথাকার জজ উকীলকে বিলক্ষণ ভৎর্সনা করেন ও বলেন যে যাবৎ তিনি জজ থাকিবেন তাবৎ তাঁহার কাছারীতে কাহাকেও উকীল কর্ত্তৃক অপমান হইতে দিবেন না। যদি সকল জজেরা এইরূপ সৎ সংকল্প করেন তবে অভদ্র উকীলদিগের অত্যাচার হইতে অনেকে রক্ষা পান ও সাক্ষ্য দিবার জন্য এ দেশীয়দের যেরূপ ঘৃণা আছে, তাহার অনেকটা কমিয়া যায়।

—জাপানবাসী এক জন যুবক কিছু দিন হইল বর্লিনে উপস্থিত হন। চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা করা তাহার উদ্দেশ্য। তাঁহার পিতা জাপানের এক জন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। ইনি জারমান ভাষা কিছুই জানিতেন না কিন্তু পাঁচ মাসের মধ্যে জারমান ও ছয় মাসের মধ্যে লাটিন ভাষা শিক্ষা করেন। গত সপ্তাহে চিকিৎসা শাস্ত্রের তৃতীয় বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ডাক্তার উপাধি পাইয়াছেন।

—পুনামালি নামক স্থানের কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট একজন ফিরিঙ্গির ছেলেকে আদালতকে অবজ্ঞা করিয়াছে বলিয়া ৫ টাকা জরিমানা করেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব কোন বিষয়ে বালক টীকে পরামর্শ দেন, বালক সেই নিমিত্ত তাঁহাকে তিনবার ধন্যবাদ দেয়। মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনায় সে তাঁহাকে অবজ্ঞা করে।

—পণ্ডিচারিতে ফ্রেঞ্চেরা প্রতিনিধি শাসন প্রণালির যে প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন তাহা পাঠক বর্গ অবগত আছেন। সম্প্রতি উক্ত শাসন প্রণালির নিমিত্ত প্রতিনিধি সমুদয় গৃহীত হয়। প্রতিনিধি গ্রহণ কালে কিছু মাত্র গোল যোগ উপস্থিত হইয়াছিল না।

—গতবৃহস্পতিবারে রাত্রে বগুলাতে একটী দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। রাত্রে ১২ নং গাড়ি বগুলায় যাইয়া থামে। সেখ তারাচাঁদ নামক একজন খালাসি গাড়ির গার্ডকে আলো দেখাইবার নিমিত্ত ষ্টেসন হইতে কিছু দূরে প্রেরিত হয়। বগুলাতে গাড়ি প্রায় ১ ঘণ্টার অতিরিক্ত থামিয়া থাকে, সম্ভবত সেখ তারাচাঁদ ইহার মধ্যে নিদ্রা যায় এবং গাড়ি যখন চলিয়া যায় সে তাহা জানিতে পায় নাই। এই নিমিত্ত তাহার পায়ের উপর দিয়া গাড়ি যাওয়ায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

—উইলিয়ম মিয়ার নামক একজন সাহেব রবিনসন নামক এক জন পাদরির নিকটে যাইয়া বলে যে, ব্যাটেভিয়াতে তাহার বাড়ি এবং তাহার পুত্র পরিবার সেই খানে রহিয়াছে। সে অর্থাভাবে দেশে যাইতে পারিতেছে না। তাহার পরিবার অন্নাভাবে সেখানে কষ্ট পাইতেছে এবং সে পাদরি সাহেবের নিকট কিছু পাথেয় প্রার্থনা করে। পাদরি সাহেবের তাহার প্রতি দয়ার উদ্রেক হওয়ায় তিনি তাহাকে কিছু টাকা দিয়া সাহায্য করেন ও অন্যকেও তাহাকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন এবং বেটেভিয়ায় যাইবার সুবিধা করিয়া দেন। সে এইরূপে ২০০ শত টাকা ভিক্ষা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এক্ষণে জানা গিয়াছে সে জুয়াচোর, তাহার বাটী ঘর কিছু নাই এবং সে পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে।

—পেরুতে সম্প্রতি ভয়ানক রাজ বিপ্লব হইয়া গিয়াছে। এখানকার প্রেসিডেণ্ট হত হইয়াছেন ও হত্যাকারী নিজে প্রেসিডেণ্টের পদ গ্রহণ করেন। ভয়ানক গোল উপস্থিত হয় ও তিন দিন পর্য্যন্ত লোকে ভয়ে ঘরের বাহির হয় না। কাটা কাটি করিয়া প্রায় তিন শত লোক মরিয়াছে। নূতন প্রেসিডেণ্টের অত্যাচার দেখিয়া লোকে তাহার উপর এরূপ ক্রুদ্ধ হয় যে তিনি ভয়ে পলায়ন করেন ও অবশেষে ধৃত হন। তাহাকে ও তাহার দুই ভাইকে বধ করা হয় ও তাহাদের শব একশত ফিট উচ্চ একটি খুটাতে ঝুলাইয়া রাখা হয়, অবশেষে উহা পুড়াইয়া ফেলা হয়। আপাতত গোল এক রূপ মিটিয়াছে।

—পলমল গেজেটে একটি অদ্ভুত তড়িত ময় সন্তানের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মৃত্যু হইয়াছে। ইহার শরীর এরূপ তড়িত দ্বারা মণ্ডিত ছিল যে, তাহার শয়ন গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র তাড়িতিক আঘাত প্রাপ্ত হওয়া যাইত। দশ মাস মাত্র সন্তানটি জীবিত ছিল। লায়েসের অন্তর্গত আরবান নামক স্থানে ইহার জন্ম হইয়াছিল।

—কাবুল ও খাইবারের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যে এক জাতি মনুষ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদিগকে সিয়াপুস বলে। যে স্থানটীতে ইহারা বাস করে তাহাকে 'লাল কাফির' বলে। ইহাদের ধর্ম্ম ও রীতি নীতি অনেকটা পারসিদিগের মত।

—পিওনিয়রের সম্পাদক জুনিয়াল রবিনসন সাহেব বিলাত যাইতেছেন। তাঁহার স্থানে লণ্ডন ইবনিং ষ্টাণ্ডার্ড পত্রিকার সম্পাদক পার্সি সিনেট সাহেব আসিতেছেন। রবিনসন সাহেব যে এক জন ভারি ক্ষমতাশালী লেখক বলিয়া গণ্য, তাহার সন্দেহ নাই।

প্রেরিত।

রায় প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুরকে সম্মান প্রদান।

মহাশয়। বিগত লুসাই বিদ্রোহ উপলক্ষে এখানকার মহামান্যবর জমিদার শ্রীযুক্ত রায় প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর, আতুড়া গোঁড়া মারীতে উপস্থিত ২য় গণিত এতদ্দেশীয় সৈন্য দলের আহার ব্যবহারোপযোগী নানা বিধ দ্রব্যের আয়োজন করিয়া দিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিশেষ রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন॥ তন্নিমিত্ত আমাদের প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট তাঁহার এই সদনুষ্ঠানে পরম পরিতুষ্ট হইয়া অশেষ ধন্যবাদ সহকারে, তাঁহাকে একটি বৃচ লডিং বন্দুক প্রদান করিয়াছেন। উক্ত বন্দুক প্রদান উপলক্ষে, গত ৯ই সেপ্টেম্বর বেলা ৩ ঘটিকার সময় অত্রত্য প্রতাপ বিদ্যালয়ে একটি প্রকাশ্য অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভার ধুবড়ী সব ডিবিজনের ভার প্রাপ্ত এঃ এঃ কমিশনার বাবু হরিশচন্দ্র চাকি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভারম্ভে সভাপতি মহাশয় বড়ুয়া মহোদয়ের এই সদনুষ্ঠান হেতু কোঁচ বিহার বিভাগের কমিশনার সাহেবের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টে তাঁহার সুখ্যাতি সূচক যে রিপোর্ট করেন এবং গবর্ণমেণ্ট হইতে আগত উক্ত রিপোর্টের প্রত্যুত্তর এসমুদায়ই একে২ সভায় বিবৃত করেন॥ ও তৎসঙ্গে২ একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া জমিদার মহোদয়ের কমনীয় কর পল্লবে ভারতেশ্বরীর প্রদত্ত পুরস্কার প্রদান করেন। অনন্তর বড়ুয়া বাহাদুরও শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়ার প্রতি দৃঢ় ভক্তি ব্যঞ্জক একটি সদ্ভাব পরিপূরিত সুললিত বক্তৃতা করিয়া, সভ্য মণ্ডলীর মনোমোদিত করিয়াছিলেন। সভার সমুদায় কার্য্যই সুশৃঙ্খলা রূপে নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে। কেবল কার্য্য সম্পাদক ছেলালউদ্দিন (ধুবড়ীর সেরেস্তাদার) মহাশয়ের আত্মান্তরিতা দোষে জনকএক সভ্য অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি কএকটি সদ্বংশোদ্ভব সম্ভ্রান্ত নিমন্ত্রিত লোককে অতিক্রম করিয়া তাঁহার অনুগত কএক জন লোককে মঞ্চাসন (চেয়ার) প্রদান করিয়াছিলেন সেরস্তাদার সাহেব কি কারণে প্রকাশ্য সভায় এরূপ স্বেচ্ছাধীন ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা আমরা জানি না

গোয়াল পাড়া
গৌরীপুর
১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৭২

বশংবদ—
শ্রীএচ পি ডি

ভয়ঙ্কর স্বার্থপরতা।

আমাদের গ্রামের অনতিদূরে ইচ্ছামতীর সহিত ভৈরবের একটি গোষ্পদ খালের সংযোগ আছে॥ ঐ সঙ্গমস্থলটি সংবৎসর দৃঢ়রূপে বদ্ধ থাকে এবং আশ্বিন মাসের প্রারম্ভে সন্নিহিত মাঠ ও ক্ষেত্রাদি হইতে পক্ক শস্যাদি সংগৃহীত হইলে সাধারণ বন্যার প্রকৃত হ্রাসের সময়েই খুলিয়া দেওয়া হয়॥ তদ্দ্বারা পূর্বোক্ত খালটীর মধ্যে স্বল্প পরিমাণে জল আইসে এবং উহাতে এই গ্রামে এবং পার্শ্বীক গ্রাম সমূহের জলকষ্ট নিবারণ হয়। কিন্তু গত বৎসর ভয়ানক ও অদৃষ্ট পূর্ব বন্যা হওয়ায় অসময়ে ঐ বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায় এবং বহু সংখ্যক প্রজার বহুমূল্য সুপক্ক ও আশাতোষী শস্যাদি বিনষ্ট হয়॥ সুতরাং ঐ বৎসরে আমাদের মহাজনের দেনার অত্যল্পাংশও পরিশোধিত হয় নাই। সে যাহা হউক এ বৎসরেও যে অপর্য্যাপ্ত শস্য জন্মিয়াছিল তাহাতে মনে করিয়াছিলাম যে, বুঝি বিধাতার কৃপার উদ্রেক হইয়াছে, এইবারেই মহাজনের দেনার অধিকাংশই পরিশোধ করিব॥ কিন্তু অদূরে যে নীল প্রার্থী জনৈক শ্বেতকায় গত বৎসরের অসম্ভাবনীয় বন্যায় ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হওয়ায়, এ বৎসরে আশাতীত ফললাভে পূর্ণোদর হইয়া আমাদের

ভ্রান্ত মনের উল্লাস দর্শন পূর্বক অন্তরে যে মৃদু২ হাস্য করিতেছিল তাহা আমরা স্বপ্নেও অনুভব করি নাই। খালের মুখ সুবদ্ধ আছে কোন প্রকারে ভগ্ন হইবার আশঙ্কা নাই, এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম ॥ কিন্তু আমাদের দুঃখে যাঁহাদের সুখ, আমাদের ক্লেশে যাঁহাদের আনন্দ, আমাদের শ্রীবৃদ্ধি হইলে যাঁহাদের বক্ষঃস্থল হিংসাদহনে দগ্ধ হয়, তাঁহারা আমাদের উল্লাস দেখিয়া কি প্রকারে বহুক্ষণ স্থির থাকিবেন ॥ বিশেষতঃ গত বৎসরের বন্যায় প্রচুর নীল হইয়াছে, এবারও যদি জলের বৃদ্ধিমুখে খালটা ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে জলমগ্ন মাঠ সমুদয় বিলক্ষণ উর্বরা হইবে আর প্রজাদের ক্ষতি হইলে ত আমাদের ক্ষতি হইবে না বরং শস্যাদির বিনাশে তাহারা দৈন্যগ্রস্থ হইয়া আগামী বৎসরে স্বতঃ প্রবর্ত্তিত হইয়াই নীলের দাদন গ্রহণ করিবে এবং তাহাতে প্রচুর নীলের উৎপত্তি হইবে আর আমরাও বিলক্ষণ দশ টাকা পাইব ॥ এইরূপ ঘোরতর লিপ্সাপূর্ণ মনের নিশ্চিন্ত থাকা কোন ক্রমেই সম্ভবিতে পারে না ॥ সুতরাং পূর্বোল্লিখিত সাহেব বাহাদুর জনৈক কৃষক দ্বারা (স্বপক্ষীয়) ঐ খালটী বিশ্লেষিত করান এবং তৎক্ষণাৎ অপ্রতীপনীয় বেগে জল আসিয়া সমুদয় শস্যাদি বিনষ্ট হইয়াছে॥ যে ব্যক্তি ঐ বাঁধ কাটিয়া দেয় সে তৎক্ষণাৎ জন কয়েক কৃষক কর্ত্তৃক ধৃত ও উত্তম রূপ প্রহরি হইয়াছে এবং তজ্জন্য মকর্দ্দমা হইবে এরূপও শুনা যাইতেছে ॥ যাহা হউক যিনি স্বার্থপর হইয়া এই কর্ম্ম করিলেন, তাঁহার বিলক্ষণ লাভ হইবে, দুঃখের মধ্যে কেবল এই হত ভাগ্যেরাই মরিল ॥ কি করি, দরিদ্র, উপায় বিহীন, গৃহে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছি, আর আপনি একজন দেশহিতৈষী আপনাকেও একবার জানাইলাম ॥ অবশেষে বক্তব্য এই যে, এ সময়ে জয়রামপুরের প্রজার সভার সভ্যগণ একটু মনোযোগী হইয়া এই বিপদের প্রতীকারার্থে যথোচিত উপায় বিধান করুন ॥ তাঁহাদিগের উপরে আমাদের সমুদায়ই নির্ভর করা আছে ॥ এই তাঁহাদের হিতসাধনের একটা প্রধান সময় ॥ আর অধিক কি লিখিব ॥ সম্পাদক মহাশয় ! দুঃখ জর্জ্জরিত মন সাতিশয় শ্রান্ত হইয়াছে ॥

জেলানদীয়া
২৯ ভাদ্র

একান্ত প্রসাদাকাঙ্ক্ষী
বিপদগ্রস্ত জনৈক প্রজা
বাস্তপুর

নেটিব সিবিল সরবিস ক্লাশ-হুগলী কলেজ।

সম্পাদক মহাশয়! আপনি অবগত আছেন যে, হুগলী কলেজে সিবিল সরবিস ক্লাশের ছাত্রদিগকে ঘোড়ায় চড়া শিক্ষা করিবার নিমিত্ত লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর ২টী ঘোড়া পাঠাইয়াছেন ॥ গত বুধবারে উক্ত স্কুল ও উক্ত ক্লাশের একটী ছাত্র নিজক্রীত একটী ঘোড়ায় চড়িয়া বারিকের মাঠের সদর রাস্তা দিয়া বেড়াইতেছিলেন। উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ থোয়েট সাহেব উক্ত ছাত্রকে ডাকিয়া বলিলেন যে তুমি যেখানে সকলে ঘোড়ায় চড় শিক্ষা করে সেই স্থানে আসিয়া শিক্ষা করিবে ॥ পরে সে ছাত্রটী বৃহস্পতিবার বৈকালে শিক্ষা স্থানে নিজ ঘোড়ায় চড়িয়া উপস্থিত হয়, তাহাতে জকী (যে ঘোড়ায় চড়ানি শিখায়) তাহাকে যৎপরোনাস্তি অপমানজনক কথা বলে, তাহাতে উক্ত ছাত্রটী যেরূপ দুঃখিত হইয়াছিল তাহা ভাবুক মাত্রেই বোধ করিতে পারেন ॥ মহাশয় ! জকী প্রায় যখন তখন ছাত্রদিগের সহিত এই রূপ মন্দাচরণ করে ॥

চুঁচুড়া

একান্ত বশম্বদ
জনৈক দর্শক ॥

পোষ্টাফিসের গোলমাল।

শ্রদ্ধাস্পদ মহাশয় ! পোষ্ট আফিসের অত্যাচার ও অসাবধানতার বিষয়মধ্যে ২ সংবাদ কাগজে দেখিতে পাওয়া যায় । অদ্য আমি একটী বিষয় আপনার পাঠকবর্গের গোচর করিতেছি, পত্রস্থ করিয়া বাধিত করিবেন।

তমোলুক হইতে কোন বন্ধু আমাকে এক খানি পত্র লিখেন, পত্র খানিতে ষ্টাম্প দেওয়া ছিল। হরকরা পত্রখানি দিবা মাত্র আমি তাহা খুলিলাম, পরে সে ব্যক্তি আমার নিকট মাশুল চাহিল। আমি আশ্চর্য্য হইয়া মোড়কের পৃষ্টে দেখি যে পোষ্টমাষ্টার বাবু "ইন সফিসেণ্ট" বোধে (প্রকৃত ওজন নয়) রেড ইঙ্কে ওয়ান আনা টানিয়াছেন। সন্দেহ প্রযুক্ত ওজন করিলাম, পাঁচ আনার অধিক হইল না পত্র খানি খুলিয়াছি, আর ফেরত দিতে পারিলাম না, সুতরাং চারটী পয়সা দিলাম। ঐ দিবস আমাদের একটী সভা হইয়াছিল, তথায় অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা পত্র সহ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে বলিলেন, কিন্তু আমি ভাবিলাম যে তাহা হইলে একজনের অন্নমারা যায়, সুতরাং সম্প্রতি নিরস্ত আছি। যদি পুনরায় কোন গোল যোগ হয়, তবে সকলই প্রস্তুত আছে, উৎসর্গ করিয়া যথা স্থানে লইয়া যাইব।

মূল্যপ্রাপ্তি।

বাবু বামাচরণ প্রামানিক সিতলপুর বান্ধ,তমলুক	৮
"যোগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ভবানীপুর	২
"দুর্গাদাস ঘোষ ভবানীপুর	৩৸৹
"দ্বারিকানাথ সাণ্ড্যাল ভবানীপুর	৩
"মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হোগলকুড়িয়া	২
"যদুনাথ দত্ত মানিক ঘোষের গলি, হাটখোলা	১।৵৹
"রাখালচন্দ্র হালদার বালাখানা, সোভাবাজার	২
"আনন্দচন্দ্র মজুমদার যশোর	৫
"বেনীগোপাল মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর	৪।।৹
"ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মানসা, খুলনা	৭।৹
"কালীপ্রসন্ন ঘোষ ঢাকা	৮
সোয়েদ খাদে হোশেন ঢাকা	৮
বাবুলাড়িডমোহন সরকার জয়নগর ধাঙ্খিয়া ২৪পরগণা	৫
"উমাচরণ রায় চট্টগ্রাম	৫
"উমেশচন্দ্র রায় জাড়া	৮
"মোনোমোহন ঘোষ সারকুলার রোড	৬।৹
"শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় টেজারী, কলিকাতা	৩৸৹
"কালীচরণ গুপ্ত শুরতী বাগান	২
"বেনীমাধব চক্রবর্ত্তী বাগবাজার	৩৸৹
"রাজকুমার রায় নড়াইল	১৬
"পরমানন্দ সরকার ভেড়ামারীর, কাছারী কুষ্টিয়া	৮
"পশুপতিচরণ বসু হাতীবাগান	১
"গোরাচাঁদ বসু হোগোল কুড়ে	১
"রামপ্রসাদ সেন ঢাকা	৮
"প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় ঢাকা	৪
"পার্ব্বতিচরণ রায় ঢাকা	৮
"সত্যচরণ ঘোষ আলমডাঙ্গা কৃষ্ণনগর	১০
"রাজকুমার ঘোষ কাটিপাড়া, যশোর	৮
"দেবেন্দ্রনাথ বসু শ্রীধরপুর, যশোর	১২
"উমানাথ সেন শিরাজগঞ্জ	২০
"রমেশ চরণ রায় চিটাগাঁ	৮
"প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া রায়বাহাদুর গৌরীপুর, কোচ বেহার	৮
"গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বহরমপুর	৮
"অভয়াচরণ পাড়ে যশোর	৫
"উমেশচন্দ্র সরকার বেহারকুলী, পাণ্ডুয়া	৪
"প্রাণেশ্বর শর্ম্মা গোহাটি	৬।।৵৹
"হরিদাস বশাখ নলছিটি, বরিশাল	১
"মহেন্দ্রনাথ বসু বড়ু, মজিলপুর, ২৪ পরগণা	১০
সোয়েদ সাজাদ আলী গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর	৫
বাবুরমনীমোহন চৌধুরী তুষভাণ্ডার রংপুর	৭৸৵১০
"কান্তিচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্যাঞ্জেস, ক্যানাল, আলিগড়	৮৴১০
"সূর্য্যকান্ত মিত্র ভাগলপুর	১০
"বিশ্বেশ্বর মোহন্ত নোয়াবাজার, গঙ্গারামপুর, দিনাজপুর	৭৸৵১০
"চন্দ্র কান্ত সেন, মহারাজগঞ্জ, বরিশাল	১০
"রাম কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, ঢাকা	৮
"প্রাণ নাথ হালদার, হাটখোলা	৬।।৹
"গুরুদাস বর্ম্মণ, পটলডাঙ্গা	৯।।৹
উমাচরণ সেন, মিরাজাপুর	৩৸৹

বিজ্ঞাপন।

দাউদের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্কট টমসন এণ্ড কোম্পানির ঔষধালয়ে গোয়াপাউডর নামক দাউদের এক অতি আশ্চর্য্য ঔষধ বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। চর্ম্ম রোগের মধ্যে দাউদ রোগ ভারি কঠিন ও একবার হইলে আর প্রায় সারে না। এমন কি অনেকের যাবজ্জীবন এই রোগ ভোগ করিতে হইয়াছে কিন্তু গোয়া পাউডারে উহা নিশ্চয় আরাম হইবে। ঔষধ ব্যবহার করিতে জ্বালা যন্ত্রণা কিছু নাই। ঔষধের শিশি যে মুদ্রিত কাগজ দ্বারা মণ্ডিত উহাতে ঔষধ কি রূপে ব্যবহার করিতে হইবে তাহা সবিশেষ রূপে বর্ণিত আছে। ইহার মূল্য ১।৹ সিকা।

স্কট টমসন এণ্ড কোঃ
১৫ নং গবর্ণমেণ্ট প্লেস

বিজ্ঞাপন।

এই এক নূতন!

আমার গুপ্ত কথা!!

অতিআশ্চর্য্য !!!

প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় পর্ব্ব পুস্তকাকারে বাঁধা হইয়া বিক্রিত হইতেছে মুল্য ১ম পর্ব্ব ৷৹আনা, ২য় পর্ব্ব ৷৵৹ আনা, ৩য় পর্ব্ব ৷৴৹ আনা, ডাকমাশুল তিন খণ্ড একত্রে ৷৴৹ আনা, খণ্ডে খণ্ডে স্বতন্ত্র দুই দুই আনা চতুর্থ পর্ব্ব প্রতি সপ্তাহে ফর্ম্মায় ফর্ম্মায় ছাপা হইতেছে, কি ফর্ম্মার মূল্য দুই পয়সা। মফস্বলে রীতি মত ডাক মাশুল আছে। বাঁধান পুস্তক যদি কেহ এক কালে দশ খণ্ডের অধিক গ্রহণ করেন, তবে শত করা ১২॥৹ টাকার হিসাবে কমিসন বাদ পাইবেন। কলিকাতা শোভাবাজার শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীঅমৃত কৃষ্ণ ঘোষ

অমৃত বাজার পত্রিকা।

অগ্রিম মূল্য।

	কলিকাতার নিমিত্ত	মফঃস্বলের নিমিত্ত
বার্ষিক	৬॥৹	৮
ষাণ্মাসিক	৩৸৹	৪।।৹
ত্রৈমাসিক	২।৵৹	২৷৹
এক খণ্ড	।৹	।১০

অনগ্রিম মূল্য।

বার্ষিক	৮।।৹	১০

বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পংক্তি

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার	৵
চতুর্থ ও ততোধিকবার	৴১০

গ্রাহক গণ যখন অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টারি করিয়া পাঠান।

যাঁহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাহারা যেন টাকায় নিয়মিত অর্দ্ধআনা কমিসন সম্বলিত অর্দ্ধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান।

ব্যারিং কি ইনসাফিসিয়াণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিনা।

এই পত্রিকার মূল্য বাবদ বরাৎ চিঠি মনি অর্ডর প্রভৃতি যাঁহারা পাঠাইবেন তাঁহারা কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বাড়ুয্যের গলি ৫২ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত চন্দ্র নাথ রায়ে নামে পাঠাইবেন।

এই পত্রিকা কলিকাতা বহু বাজার হিদেরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি ৫২ নং বাটি হইতে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীচন্দ্রনাথ রায়ের দ্বারা পকাশিত হয়।